দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

15

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, বি, এ, কোর্স

চলতি অর্থাৎ ১৯৮৮-৮৯ ইং শিক্ষা বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রথমবারের মত বি, বি, এ, (অনার্স) কোর্স চালু করেছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ইতিপূর্বে ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া বি, বি, এ, কোর্স চালু করায় ফরম বিক্রির পরই তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আজো উক্ত ফরম বিক্রির টাকা ফেরত দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদ সঠিক সময়ে সযোগের সদ্ব্যবহার করে বি, বি, এ, কোর্স চালু করে ভর্তিচ্ছুদের আশা পূরণ করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এতে।

বিগত বছর বা শিক্ষাবর্ষগুলোতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদে মাত্র হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু ছিল এবং বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল বাণিজ্য অনুষদকে সম্প্রসারিত করে অন্ততঃ আরো ২টি বিষয়ে অনার্স চালু করার। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীকে উপেক্ষা করে এবং উপরোক্ত যে ২টি বিষয়ে (হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) অনার্স কোর্স চাল ছিল তা চলতি শিক্ষাবর্ষ হতে বাতিল করে বি, বি, এ, (অনার্স) চালু করেছে। কিন্তু আসনসংখ্যা আগের মতই রয়েছে। এতে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। যেমন— বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আসনসংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই এই নির্ধারিত আসনে বি, বি, এ, (অনার্স) কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য— এই তিন বিভাগেরই ছাত্রদের প্রবল ইচ্ছা। এদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ক্রমে কমে যাচ্ছে। কারণ তাদের ১জনা স্বতন্ত্র কোন বিষয়ে অনার্স কোর্স রাখা হয়নি। বি, বি, এ, কোর্স চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদিও বাণিজ্য অনুষদের মান উন্নয়ন করেছে কিন্তু তা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটেই সুখকর নয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে চলতি শিক্ষা বছরে পূর্বের সেই বিষয় (হিসাব বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা) গুলোর অনার্স কোর্স বহাল রেখে বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ কর্তৃপক্ষ সম্প্রসারিত করবেন— সংশ্লিষ্ট মহল এই আশায় রয়েছেন।

—আহমদ হোসেন (লিটন)